০১ অগাস্ট ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জুলাই ২০১৬

ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চরমপন্থী কর্মকান্ড

গুম করার অভিযোগ

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

কারাগারে মৃত্যু

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং সভা-সমাবেশে বাধা

জাতীয় সংসদের দুটি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের জুলাই মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুলাই ২০১৬*									
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	৭	৩	২৫	১৩	৭৫
	গুলিতে নিহত	২	০	০	৪	০	০	০	৬
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	০	০	২	১	১	৭
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	০	০	০	০	১	১
	মোট	৯	১২	১১	১১	৫	২৬	১৫	৮৯
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	০	২	৩	০	০	৬	১৩
গুম		৬	১	৯	৯	১৩	১২	২	৫২
কারাগারে মৃত্যু		৮	৩	৪	৫	৯	৫	৫	৩৯
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	২	৪	৪	৪	১৯
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	২	৩	৪	১	১৮
	বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	২	০	১০	০	১৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	২	৫	৬	৬	৭	৪	৩৯
	লাঞ্ছিত	৯	১	০	০	০	০	২	১২
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	পৌরসভা নির্বাচন নিহত	০	০	১	০	০	০	০	১
	পৌরসভা নির্বাচন আহত	০	০	৫৮	০	০	০	০	৫৮
	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিহত	০	২	৪১	২৯	৪৭	২৪	০	১৪৩
	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আহত	০	১৪০	২১২৭	১২০৫	১৪৯৯	৭৫০	০	৫৭২১
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২২	১৯	১৫	১৬	১২	২০	২০	১২৪
ধর্ষণ		৫৯	৫৭	৬০	৭৭	৭১	৫২	৬৬	৪৪২
যৌন হয়রানীর শিকার		২৭	২৩	২০	২৬	১৬	২০	১৮	১৫০
এসিড সহিংসতা		৪	৪	৩	৪	৪	১	২	২২
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১১	৫	৬	৩	৭	২	৩৬
তৈরি পোশাক শিল্প	কারখানায় আগুনে পুড়ে নিহত	০	০	০	০	৩	০	০	৩
	বিক্ষোভের সময় ও কারখানায় আগুনে পুড়ে আহত	২৫	৩১	১২	৩৪	১৮	৪৬	২৮	১৯৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার		১	৪	০	১	১	১	৪	১২

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চরমপন্থী কর্মকান্ড

১. জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন জোর করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টার কারণে দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের পর থেকে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এবং প্রয়োজনীয় ও কার্যকর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং ব্যাপক মানবাধিকার

লঙ্ঘন ছিলো বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।[১] এই নির্বাচনটি ছিলো নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত রকম অপরাধে পরিপূর্ন যেমন, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও সহিংস। এর পর থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে; জনগণ তাদের ভোটের অধিকার হারিয়েছে। প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা একরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও পায়ে সরাসরি গুলি করা, সংবাদ মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সভা-সমাবেশে বাধা ও বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষদের গণগ্রেফতারের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত থাকার পরিণতিতে রাজনীতিতে চরমপন্থার উত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে মানবাধিকার কর্মীরা বারবার সাবধান করলেও সরকারের দমন-পীড়ন অব্যাহতই থেকেছে।

হলি আর্টিজান বেকারিতে হত্যাযজ্ঞ

২. গত ১ জুলাই আনুমানিক রাত পৌনে ৯ টায় ঢাকার কূটনৈতিকপাড়া গুলশান এর স্প্যানিশ রেস্টুরেন্ট 'হলি আর্টিজান বেকারি'তে দেশি বিদেশিসহ অন্তত ৩৫ ব্যক্তিকে জিম্মি করে একদল অস্ত্রধারী। সরকারি ভাষ্যমতে, ১ জুলাই রাতেই হামলাকারীরা বিভিন্ন সময়ে দুই বাংলাদেশী, একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকানসহ ২০ জন জিম্মিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে ৯ জন ইতালীয়, ৭ জন জাপানি ও ১ জন ভারতীয় নাগরিককে হত্যা করা হয়। হামলার প্রথম দিকে পাল্টা আক্রমণ করতে যেয়ে দুইজন পুলিশ কর্মকর্তাও নিহত হন। এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডোরা সেখানে অপারেশন চালালে পাঁচ হামলাকারী ও হলি আর্টিজান বেকারির সন্দেহভাজন একজন বাবুর্চি সেখানে নিহত হন।[২] গত ৮ জুলাই হলি আর্টিজান বেকারির বাবুর্চির সহকারী সন্দেহভাজন জাকির হোসেন শাওন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।[৩] এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক চরমপন্থী সংগঠন আইএস। এই ঘটনায় জিম্মিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ঢাকার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আবুল হাসানাত রেজা করিম এবং কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাহমিদ হাসিব খানকে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করে। ঢাকা মহানগর পুলিশের মতে, এই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।[৪] কিন্তু আবুল হাসানাত ও তাহমিদের পরিবারের অভিযোগ, তারা এখনও বাসায় ফেরেন নাই।[৫]

মন্দিরের সেবায়েতকে হত্যা

৩. গত ১ জুলাই সকাল আনুমানিক ৬ টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর কাষ্টসাগরা গ্রামের শ্রী শ্রী রাধামদন মঠ মন্দিরের সেবায়েত শ্যামানন্দ দাস (৬২) পুজার জন্য ফুল কুড়াচ্ছিলেন। এই সময় ৩ জন যুবক মটরসাইকেলে করে এসে তাঁকে মন্দিরের পাশে নিয়ে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ

[১] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

[২] প্রথম আলো এবং যুগান্তর ২ ও ৩ জুলাই ২০১৬

[৩] নিউএজ, ১০ জুলাই ২০১৬

[৪] প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০১৬

[৫] যুগান্তর,২৯ জুলাই ২০১৬

সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[৬] এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক চরমপন্থী সংগঠন আইএস।[৭]

শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতে হত্যাকাণ্ড

৪. গত ৭ জুলাই ঈদুল ফিতরের দিন কিশোরগঞ্জ জেলার শোলাকিয়ায় দেশের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ ময়দানের কাছে সবুজবাগ এলাকায় মুফতি মোহাম্মদ আলী (রহ) জামে মসজিদ মোড়ে ভোর থেকে চেক পোস্ট বসিয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন ১০-১২ জন পুলিশ। সকাল আনুমানিক পৌনে ন'টায় নামাজ পড়তে আসা মানুষের ভিড়ে মিশে যেয়ে এক তরুণ ব্যাগ নিয়ে চেকপোস্ট পেরোনোর চেষ্টা করলে তার গতিরোধ করে দায়িত্বরত এক পুলিশ সদস্য। তখন ওই তরুণ পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমার বিস্ফোরণও ঘটায়। এরপর পুলিশের সঙ্গে আরো কয়েকজন তরুণের গুলিবিনিময় হয়। এই ঘটনায় পুলিশের দুই কনস্টেবল জহিরুল ইসলাম তপু ও আনসারুল হক নিহত হন। পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের সময় আবির রহমান নামের এক চরমপন্থী এবং গোলাগুলির মধ্যে পড়ে স্থানীয় অধিবাসী ঝরণা রাণী ভৌমিক নামের একজন নারী নিহত হন। পুলিশ ও র‍্যাব অভিযান চালিয়ে গুলিতে আহত এক তরুণসহ চারজনকে আটক করে।[৮]

ঢাকায় 'চরমপন্থীদে'র বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান

৫. গত ২৫ জুলাই ঢাকার কল্যাণপুরে রাত ১১ টায় ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতায় ব্লক রেইড শুরু করে মিরপুর থানা পুলিশ। পুলিশের ভাষ্য মতে, রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটায় পুলিশের দলটি ৫ নম্বর সড়কের ৫৩ নম্বর বাড়ি যা 'জাহাজবাড়ি' নামে পরিচিত তার তৃতীয় তলায় উঠলে একদল 'চরমপন্থী' পুলিশের ওপর হামলা করে। তখন পুলিশ পাল্টা গুলি চালায় এবং মিরপুর থানা পুলিশ ও মিরপুর ক্রাইম বিভাগকে খবর দেয়। ২৬ জুলাই ভোর আনুমানিক ৫ টা ৫০ মিনিটে 'চরমপন্থী'দের বিরুদ্ধে পুলিশের বিশেষ অভিযান 'অপারেশন স্টর্ম-২৬' পরিচালিত হয় এবং এতে ৯ ব্যক্তি নিহত হন। স্থানীয় থানার পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ ও সোয়াত টিমের সমন্বয়ে এই অভিযান পরিচালনা করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। পুলিশের দাবি নিহতরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এর সদস্য এবং নিহতদের সবার বয়স ২০ থেকে ২৫ এর মধ্যে। ঘটনাস্থল থেকে বাড়ির মালিকের স্ত্রী, ছেলে, ম্যানেজার, দারোয়ান ও ভাড়াটিয়াসহ ৪২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করে। এই সময় রাকিবুল হাসান রিগান নামে আহত অবস্থায় একজন যুবককেও আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কিছু অস্ত্র ও বোমার সরঞ্জাম উদ্ধার করে।[৯] ঢাকা মহানগর পুলিশ নিহত ৯ চরমপন্থীর মধ্যে ৭ জনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে। এর মধ্যে একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। নিহতদের বেশির ভাগের শরীরের পেছনে গুলি লেগেছে বলে ময়নাতদন্ত কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।[১০]

৬. জুলাই মাসে ঢাকায় গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হত্যাকাণ্ডসহ শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতের কাছে হামলা ও হিন্দু পুরোহিত হত্যা করার ঘটনাগুলোতে *অধিকার* চরম উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে, এই ধরণের সহিংস ঘটনা এড়ানোর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের মানুষ যখন তাঁদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করতে

[৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৭] যুগান্তর, ২ জুলাই ২০১৬
[৮] মানবজমিন, ১০ জুলাই ২০১৬
[৯] যুগান্তর, ২৭ জুলাই ২০১৬
[১০] যুগান্তর, ২৮ জুলাই ২০১৬

পারবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে-তখনই ভিন্নমত এবং বিভিন্নতা থাকলেও সমাজের ভেতরে একতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। জনগণের ভোট দেয়ার অধিকার কেড়ে নিয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যম ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমসহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার হরণ ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় তা সমাজের একটি অংশকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেবার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে বলে *অধিকার* সরকারসহ সব মহলকে বারবার সর্তক করে আসছিল।

ক্ষমতাসীন দলের কোন্দলের জের

৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের ৩৩টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১২ জন নিহত এবং ৩৫৩ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

৮. সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তারা সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করছে এবং নিজেদের বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হচ্ছে। এই কোন্দলের কারণে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের নিজেদের মধ্যে অসংখ্য সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে এবং প্রকাশ্যে মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এই রকম অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দুটি উল্লেখ করা হলো ঃ

৯. গত ২ জুলাই পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় টি আর কাবিখা'র[১১] টাকা ভাগাভাগি এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের উপজেলা সভাপতি নজরুল সোহেল ও পৌরসভা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি রাজুর মধ্যে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। উভয় পক্ষের সমর্থকরা এই সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শহরে মিছিল করে এবং মহড়া দেয়। এই সময় ঈদের কেনাকাটা করতে আসা সাধারণ মানুষ ভয়ে পালাতে থাকে এবং ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানপাট বন্ধ করে দেন। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ৫ জন আহত হন।[১২]

১০. মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার হোসেন্দি ইউনিয়নের মেঘনার তীরবর্তী চরবালাকি এলাকায় ম্যাক্রন গ্রুপ ও সিনহা গ্রুপের মাটি ভরাটের কাজ চলছিল। এই মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে হোসেন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মাহবুবুল হক মজনু ম্যাক্রন গ্রুপের এবং একই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মতিন মন্টু সিনহা গ্রুপের পক্ষ নিলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে গত ১৪ জুলাই দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে হোসেন্দি ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য গোলাপ হোসেন ব্যাপারী (৪৫) ও তাঁর ছোট ভাই আইয়ুব হোসেন ব্যাপারী (৩৫) এবং আওলাদ হোসেন (৩৫) গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এই ঘটনায় আরও ২৫ জন আহত হয়েছেন।[১৩] সংঘর্ষে গুরুতর আহত ইউনুস মিয়া (৫০) গত ২১ জুলাই ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে মারা যান।[১৪]

---

[১১] দরিদ্রদের জন্য সরকারের টেষ্ট রিলিফ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

[১২] মানবজমিন ৩ জুলাই ২০১৬

[১৩] প্রথম আলো ১৫ জুলাই ২০১৬ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

গুম করার অভিযোগ

১১. ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ২ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জনের লাশ পাওয়া গেছে ও ১ জনকে বেশ কিছুদিন গুম করে রাখার পর র‍্যাব গ্রেফতার দেখায়।

১২. গত ১ জুলাই হলি আর্টিজান বেকারিতে চরমপন্থী হামলার পর ৭ জুলাই ঈদুল ফিতরের দিন ঢাকার গণভবনে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণদের নিখোঁজ হওয়ার কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "মানবাধিকার সংগঠনগুলো গুম নিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট লিখেছে। এই গুম হওয়ার কথা লিখতে গিয়ে সরকারকে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করেছে। এই যে ছেলেরা হারিয়ে গেছে, তারা জঙ্গি ও সন্ত্রাসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে"।[১৫]

১৩. সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে গুম এবং নিখোঁজকে এক কাতারে ফেলার বিষয়কে উদ্বেগজনক এবং বিপদজনক বলে মনে করে *অধিকার*। কারণ গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারগুলো দাবি করছে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের স্বজনদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় হস্তান্তর করছে অথবা আদালতে হাজির করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। দেশে গুম হওয়ার বিষয়টি সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করলেও নারায়ণগঞ্জে সাত ব্যক্তিকে গুম করে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে র‍্যাব সদস্যরা, যাদের বিচার চলছে আদালতে।[১৬]

১৪. গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি ও শোলাকিয়ায় বড় ধরণের হামলার পর নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়ে অনুসন্ধান করে গত ১৯ জুলাই র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ২৬২ জন নিখোঁজ ব্যক্তির[১৭] তালিকা প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে গত ২৫ জুলাই সেই তালিকা সংশোধন করে পুনরায় ৬৮ নিখোঁজ ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করে র‍্যাব।[১৮]

১৫. গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী 'গুম করা' বলতে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কর্তৃক সংঘঠিত গ্রেফতার, বিনাবিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার করা অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনি রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোকে বোঝায়। অথচ নিখোঁজ বলতে সাধারণত: হারিয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া বা অপরাধীদের দ্বারা অপহরণের শিকার হওয়ার ঘটনাগুলোকে বোঝায়। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই দুই বিষয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এরমধ্যে গুম নিঃসন্দেহে একটি ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক বিষয়।

১৬. গত ১৮ জুলাই রাত আনুমানিক ৩ টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার অধিবাসী সাইফুল ইসলাম মামুন ঝিনাইদহ-মাগুড়া মহাসড়কে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে। তবে মামুনের মামাতো ভাই আনারুল ইসলাম বলেন,"সাদা পোশাকের একদল লোক পুলিশ পরিচয় দিয়ে গত ১ জুলাই ঝিনাইদহ সদর সংলগ্ন পবহাটি গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে মামুনকে তুলে

[১৫] মানবজমিন ১০ জুলাই ২০১৬
[১৬] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[১৭] প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০১৬
[১৮] প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০১৬

নিয়ে যায়। পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে যেয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। তিনি সক্রিয় রাজনীতি করতেন না।" তবে পুলিশের দাবি সাইফুল ইসলাম মামুন ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[১৯]

সাইফুল ইসলাম মামুন, ছবি- ইনকিলাব

১৭. গুমের ঘটনা অব্যাহত থাকায় *অধিকার* গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। গুম বা এনফোর্সড ডিস্‌অ্যাপিয়ারেন্স একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবেও স্বীকৃত। এটি বন্ধ হতে হবে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৮. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জুলাই মাসে ১৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহতদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন অভিযুক্ত মূল ব্যক্তিদের 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' এর নামে হত্যা করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত সত্য জানার সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতও ইতিপূর্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি রুল জারি করেছিলেন। তারপরও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই।

১৯. গত ৫ জুলাই রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ঠাণ্ডাছড়িতে পুলিশ সুপার বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খানম মিতু হত্যা মামলার সন্দেভাজন আসামী রাশেদ ও আবদুল নবী গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে নবী সরাসরি কিলিং মিশনে অংশ নিয়ে মিতুকে ছুরিকাঘাত করেছে বলে আদালতে দেয়া গ্রেফতারকৃত দুই অভিযুক্ত আনোয়ার ও ওয়াসিমের জবানবন্দিতে জানা গেছে। রাশেদের বাবা আহাম্মদ হোসেন বলেন, গত ২৩ জুন রাশেদকে বোয়ালখালী উপজেলার মিলিটারিরপোলের একটি বাড়ি থেকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। এই সময় নবীকেও পুলিশ আটক করে। এরপর থেকে তাঁদের কোন খোঁজ ছিল না। দীর্ঘ ১৩ দিন পর ৫ জুলাই রাঙ্গুনিয়ায় নিয়ে তাঁদের পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু পুলিশ এটাকে ক্রসফায়ার বলছে।[২০]

[১৯] প্রথম আলো, ২০ জুলাই ২০১৬
[২০] যুগান্তর ১০ জুলাই ২০১৬

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২০.নিহত ১৫ জনের মধ্যে ১৩ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ১২ জন পুলিশের হাতে ও ১ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে নিহত:

২১. এই সময়ে ১ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পিটিয়ে হত্যা:

২২.এছাড়াও ১ জনকে রেলওয়ে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতের পরিচয় ঃ

২৩.নিহত ১৫ জনের মধ্যে ১ জন বিএনপি'র কর্মী, ১ জন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী, ১ জন মুক্তিযোদ্ধা, ১ জন হাজতি, ২ জন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, এবং ৯ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

কারাগারে মৃত্যু

২৪.জুলাই মাসে ৫ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ৪ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে ও ১ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছেন। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দি মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৫.*অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দিদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা এবং রিমান্ডে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

২৬.২০১৬ সালের জুলাই মাসে ২ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন।

২৭.মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

২৮.সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সরকার কঠোরভাবে দমন করছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা, হামলা ও দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে সরকারি নজরদারী বলবৎ রয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬

(সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সরকার প্রায়ই বিরোধী দল বা বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনরত সংগঠন বা গোষ্ঠীর সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে, হামলা করছে ।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

২৯. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ০৪ জন সাংবাদিক আহত ও ০২ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন।

৩০. গত ২১ জুলাই কারাবন্দি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হিরণ মাহমুদ জামিনে ছাড়া পাওয়ার খবরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সিলেট কারাগারের ফটকে জড়ো হয়ে মিছিল করতে থাকলে তাদের সঙ্গে কারারক্ষীদের কথাকাটাকাটি হয় এবং একপর্যায়ে সংঘর্ষ বাঁধে। এই সময় ফটোসাংবাদিকরা সংঘর্ষের দৃশ্য ধারণ করতে থাকলে কারাগারের ভেতর থেকে কারারক্ষীদের একটি দল বেরিয়ে এসে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। কারারক্ষীদের হামলায় প্রথম আলোর আনিস মাহমুদ, সমকাল এর ইউসুফ আলী, ফোকাস বাংলার শহিদুল ইসলাম এবং যুগভেরীর মামুন হোসেন আহত হন। আহত আনিস মাহমুদ, শহিদুল ইসলাম এবং মামুন হোসেনকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২১]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৩১. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ২০১৬ সালেও বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[২২] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। ফেসবুকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবার এর বিরুদ্ধে লেখার জন্য নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) ব্যবহার করে চলতি বছরের জুলাই মাসে ০৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩২. গত ৩ জুলাই রংপুর নগরীর মাহিগঞ্জ এলাকা থেকে ২৯ নম্বর ওয়ার্ড জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আরিফ জুনায়েদ চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কটুক্তি করার অভিযোগে পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করেছে। ২৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফয়সাল আরিফ জুনায়েদ চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানায়।[২৩]

---

[২১] প্রথম আলো ২২ জুলাই ২০১৬

[২২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[২৩] নয়াদিগন্ত ৫ জুলাই ২০১৬

সভা-সমাবেশ-মিছিলে বাধা ও হামলা

৩৩.বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে কারাদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে গত ২৭ জুলাই মেহেরপুর জেলা, মানিকগঞ্জ জেলা, মুন্সীগঞ্জ জেলা এবং নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় বিএনপি'র বিক্ষোভ মিছিল পুলিশ বাধা দিয়ে পণ্ড করে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২৪]

৩৪.গত ২৮ জুলাই তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি সুন্দরবন ধ্বংসের সম্ভাবনামূলক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ভারতের সঙ্গে চুক্তি বাতিলসহ সাত দফা দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মিছিল বের করে। কয়েক দফা বাধা পেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি বাংলামোটরের কাছাকাছি পৌঁছালে পুলিশ মিছিলে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠি চার্জ করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ জন আহত হন।[২৫]

গত ২৮ জুলাই তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল, ছবি-সংগৃহীত

গত ২৮ জুলাই তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ছবিঃ রাশেদ সুমন,ডেইলী স্টার

৩৫.*অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলার ঘটনা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের

[২৪] মানবজমিন ২৮ জুলাই ২০১৬
[২৫] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রেফতার বা হয়রানি করা হচ্ছে। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে জনগণের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে দমন করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

জাতীয় সংসদের দুটি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত

৩৬. গত ১৮ জুলাই জাতীয় সংসদের ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) ও ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনের উপ-নির্বাচন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও কম ভোটার উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। গৌরীপুর আসনের কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম। সকাল সাড়ে আটটায় কলতাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে একজন ভোটারকেও দেখা যায়নি। সকাল সাড়ে নয়টায় রামগোপালপুর পি জে কে প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ভোটার শূন্য অবস্থায় দেখা যায়। সকাল সাড়ে ১০ টায় গৌরীপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের কয়েকজন পুরুষ ও নারী কর্মীকে দেখা যায় প্রকাশ্যে জাল ভোট দিতে। কেন্দ্রের প্রিসাইডং অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন," তাঁদের নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা কোনো কথা শোনেননি"। গৌরীপুর পৌরসভায় কেন্দ্রগুলোতে নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা ২০-২৫ জন করে দল বেধে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয়। এই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট দেয়া ও প্রতিপক্ষের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগে দুপুরে জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামছুজ্জামান জামাল, ইসলামী ঐক্যজোট প্রার্থী আবু তাহের খান ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আজিজুল হক নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন।[২৬] জাল ভোটের অভিযোগে গৌরীপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের ভোট বাতিল ঘোষণা করা হয়।[২৭] উল্লেখ্য,গত ২ মে ময়মনসিংহ-৩ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান ফকির ও ১১ মে ময়মনসিংহ-১ আসনের আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন মারা গেলে এই আসন দুটি শূন্য হয়।[২৮] নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জুয়েল আরেং এবং ময়মনসিংহ-৩ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী নাজিম উদ্দিন বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে জয়লাভ করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে।[২৯]

৩৭. বর্তমান সরকারের সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার হারিয়েছেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৩৮. অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ।[৩০]

---

[২৬] প্রথম আলো ১৯ জুলাই ২০১৬
[২৭] যুগান্তর ১৯ জুলাই ২০১৬
[২৮] প্রথম আলো ১৯ জুলাই ২০১৬
[২৯] মানবজমিন ও প্রথম আলো ১৯ জুলাই ২০১৬ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ময়মনসিংহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩০] মানবজমিন ২৩ এপ্রিল ২০১৬

৩৯.গত ১১ জুলাই দিবাগত রাতে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী পৌরসভার শিমলা বাজারের লুইস ড্রেফার্স এলাকায় দুর্বৃত্তরা মহামায়া দুর্গা মন্দিরের পাঁচটি প্রতিমা ভাংচুর করে । প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনার পর থেকে ওই মন্দিরে পূজা-অর্চনা বন্ধ হয়ে গেছে। [৩১]

৪০. *অধিকার* এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

৪১.জুলাই মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ২২ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া আগুনে পুড়ে ছয় জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৪২.গত ২১ জুলাই ঢাকা জেলার সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের রাজফুলবাড়িয়া এলাকায় নাসা গ্রুপের গোল্ডেন স্টিচ ডিজাইন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের জুন মাসের বেতন ও ওভারটাইম পরিশোধ করা হয়। কিন্তু শ্রমিকরা তাঁদের বেতন ও ওভারটাইমের পাওনা টাকা মালিক পক্ষ কম দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলে কারখানার প্রবেশ মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এই সময় সাভার মডেল থানা ও শিল্প পুলিশের সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষে ২০ জন শ্রমিক আহত হন।[৩২]

৪৩.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর কারণে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৪.নারীদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলতে থাকায় বেশীরভাগ নারী তাঁদের ওপর সংঘঠিত সহিংসতার বিচার পাচ্ছেন না।

ধর্ষণ

৪৫.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে মোট ৬৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২২ জন নারী, ৪৩ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ২২ জন নারীর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৪৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে ৮ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪৬.গত ১২ জুলাই এক তরুণী লক্ষীপুর সদর উপজেলার দিঘলী থেকে চরশাহী ইউনিয়নের তিতারকান্দি এলাকায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। গভীর রাতে পুলিশ পরিচয় দিয়ে ১০-১২ জন যুবক ঐ বাড়িতে প্রবেশ করে সেই তরুণী ও তাঁর ভাই রকিকে তুলে নিয়ে যায়। পরে ভাইকে মারধর করে রাস্তায় ফেলে রেখে তরুণীকে ধরে নিয়ে গিয়ে চরশাহীর রামপুর এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মী ফাহাদ উদ্দিনের বাড়িতে আটকিয়ে রেখে তাঁকে গণধর্ষণ করে। এই ঘটনায় ঐ তরুণী চন্দ্রগঞ্জ থানায় ছাত্রলীগ কর্মী আদনান হোসেন, ফাহাদ উদ্দিন, পিয়াস

[৩১] প্রথম আলো ১৩ জুলাই ২০১৬
[৩২] যুগান্তর ২২ জুলাই ২০১৬

উদ্দিন, পারভেজ হোসেন ও হৃদয়সহ ১০ জনকে আসামী করে মামলা করেন। পুলিশ আদনান হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।[৩৩]

যৌতুক সহিংসতা

৪৭. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ২০ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এই সময় ১ জন নারী যৌতুক সহিংসতা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

৪৮. রাজশাহী শহরের ডিঙ্গাডোবা এলাকায় দুই বছর আগে বিয়ে হওয়া গৃহবধূ রিফাহ তাসফিয়ার পরিবার বিয়ের কিছুদিন পর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক দেয় স্বামী শামিউল হককে। কিন্তু রিফাহ তাসফিয়ার পরিবারের কাছে আরও টাকার জন্য চাপ দিয়ে তা না পেয়ে গত ১১ জুলাই স্বামী শামিউল হক ও তার পরিবারের সদস্যরা তাঁকে প্রচন্ড মারধর করে। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর জখম হয় এবং পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙ্গে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় রিফাহ তাসফিয়াকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শামিউল হককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[৩৪]

এসিড সহিংসতা

৪৯. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ২ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৫০. গত ১২ জুলাই গভীর রাতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার অরঙ্গবাদ এলাকায় দুবৃর্ত্তরা পারুল নামে এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে গৃহবধূর গলা ও হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। পারুল জানায়, প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছে। তাঁর শ্বশুড়বাড়ির লোকজনই তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়াতে তাঁর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে।[৩৫]

যৌন হয়রানি

৫১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে মোট ১৮ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২ জন আহত, ৬ জন লাঞ্ছিত ও ১০ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এইসময় যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে যেয়ে ১ জন পুরুষ ও ১ জন নারী বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

৫২. মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জের কোনাগাঁও গ্রামে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ফারজানা আক্তারকে স্কুলে যাওয়া আসার পথে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো কাটাবিল গ্রামের যুবক শাকিল মিয়া ও জমশেদ মিয়া। গত ১২ জুলাই স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফারজানা আক্তারকে আবারো তারা উত্ত্যক্ত করে। এই ঘটনার ব্যাপারে জানতে পেরে ফারজানার ভাই নিজামউদ্দিন প্রতিবাদ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শাকিল মিয়া ও জমশেদ মিয়ার নেতৃর্ত্বে ১০-১২ জন দুর্বৃত্ত নিজামউদ্দিনকে মারধর করে এবং তাঁর কাছ থাকা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়।[৩৬]

---

[৩৩] মানবজমিন, ১৫ জুলাই ২০১৬

[৩৪] যুগান্তর, ১৩ জুলাই ২০১৬ ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৫] মানবজমিন, ১৪ জুলাই ২০১৬

[৩৬] মানবজমিন, ১৪ জুলাই ২০১৬

বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

সুন্দরবন বিধ্বংসী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি সই

৫৩. গত ১২ জুলাই বহুল আলোচিত সুন্দরবনের কাছে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন 'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বি আইএফপিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও নির্মাণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটেডের (বিএইচইএল বা ভেল) মহাব্যবস্থাপক প্রেম পাল যাদব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক এলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের কাছে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মানের কাজ শুরু হলো।

৫৪. দেশের নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সরব প্রতিবাদ ও বাধাকে উপেক্ষা করে সরকার ভারতের সঙ্গে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। এর ফলে প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে পরিবেশবিদরা মনে করছেন। *অধিকার* জনগণকে সংগঠিত হয়ে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান বন্ধের আহবান জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এরমধ্যে ৩ জনকে গুলিতে ও ১ জনকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ১ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র নির্যাতনে আহত হয়েছেন।

৫৬. প্রতিনিয়ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট চালাচ্ছে।

৫৭. গত ২১ জুলাই দিবাগত রাত আনুমানিক আড়াইটায় রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী গরু আনতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় যান। এই সময় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে সীমান্তবর্তী চরআষাড়িয়াদহ ইউনিয়নের চরকানাপাড়া এলাকার অধিবাসী আবুল কালাম আজাদ (৪৫) গুলিবিদ্ধ হন। পরে স্বজনরা তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর জরুরী বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন [৩৭]

৫৮. গত ২৩ জুলাই ভোরে যশোর জেলার শার্শা উপজেলার পুটখালি সীমান্ত দিয়ে একদল বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে ফেরার সময় ভারতের আংরাইল সীমান্তের ৭০/৭এস পিলারের কাছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) তাঁদের তাড়া করে। এই সময় সবাই পালিয়ে আসলেও শহিদুল ইসলাম ফনি (৩৫) নামে এক গরু ব্যবসায়ী বিএসএফের হাতে ধরা পড়েন। বিএসএফ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে তাঁর লাশ ভারতীয় সীমান্তের কাছে একটি মাঠে ফেলে রাখে।[৩৮]

---

[৩৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সীমান্তে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত ভারতের

৫৯. ভারত বাংলাদেশকে চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এরপরও বাংলাদেশ সরকার ভারতকে সীমান্তের জিরো লাইনের কাছাকাছি নির্ধারিত কিছু স্থানে বেড়া দেয়ার অনুমতি দেয়ার কথা বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। গত ১২ জুলাই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে নিরাপত্তা বিষয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পাঁচটি ভারতীয় রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরাম) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রামগুলোর সমস্যা সমাধানে এবং সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমান্তে নির্মিত বেড়াগুলোকে জিরো লাইনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; যাতে ভারতীয় গ্রামগুলো বেড়ার ভেতরে চলে আসে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয় যে, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারগুলোকে সীমান্তবর্তী অবকাঠামোগত কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করতে বলা হয়েছে।[৩৯]

৬০. আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অনুযায়ী সীমান্তের জিরো লাইনের ১৫০ গজের মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যায় না। কিন্তু ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অমান্য করে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়া নির্মার্ণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পাবে। এমনিতেই ভারত সরকার বাংলাদেশের ব্যাপারে সমস্ত ক্ষেত্রে আগ্রাসী নীতি গ্রহন করেছে। একদিকে ভারত অনেকটা বিনা খরচেই বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে, অন্যদিকে সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন-হত্যা করছে ও সুন্দরবনের কাছে রামপাল বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং বাংলাদেশকে তার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করাসহ নোম্যান্স ল্যান্ডের ওপর আন্তজার্তিক চুক্তি লঙ্ঘন করে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৬১. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর চরম হয়রানি করছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর প্রতিবেদন *অধিকার* প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন কারাগারে আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে সরকারি সংস্থা

[৩৯] নিউএজ ১৮ জুলাই ২০১৬

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হলি আর্টিজান বেকারিতে হত্যাযজ্ঞ, শোলাকিয়ায় ঈদ জামাতে হামলা, হিন্দু পুরোহিত, বৌদ্ধভিক্ষু, ব্লগার, শিক্ষক, এলজিবিটি অধিকার কর্মী, ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিক হত্যার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৩. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। সরকারকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমসহ সমস্ত নাগরিক অধিকার হরণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে।

৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৭. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. *অধিকার* তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে। শ্রমিকদের মানবাধিকার লংঘন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ দিয়ে তাঁদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৯. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারতকে সীমান্তের জিরো লাইনের কাছাকাছি বেড়া নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে।

১১. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।